ভোরের কাগজ

MAR. 1

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...

শিবপুর-মনোহরদীতে নকল উৎসব, শিক্ষকর সহযোগী, বোর্ড চেয়ারম্যান ক্ষিপ্ত

মানস ঘোষ, শিবপুর ও মনোহরদী ঘুরে এসে : আগাম সতর্ক করেও নকল থামানো যায়নি শিবপুর আর মনোহরদী কেন্দ্রে। নরসিংদী জেলার অতি নকলপ্রবণ এ দুটি কেন্দ্রে গতকাল রোববার এসএসসির ইংরেজি দিতীয়পত্রের পরীক্ষায় রীতিমতো নকলের বসেছিল। ছেলেমেয়ে একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ন রেছে। আর সরবে-নীরবে এ কাজে সহযোগিতা করে গে শিক্ষকরাই। শুধুমাত্র মনোহরদীর একটি ভেন্যু থেকেই র করা হয় ৭ শিক্ষককে।

প্রত্য অঞ্চলের এ দুটি কেন্দ্রে আকস্মিক সফরে গিয়ে নকলের এই ভয়াবহ চিত্র নিজ চোখে দেখে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এ টি এম শরীফউল্লাহ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়ে আসেন আগামীতে এখানে আর কোনো কেন্দ্র থাকবে না। পাশাপাশি বেলাবো ও পুরাদিয়া কেন্দ্রে গিয়ে সুষ্ঠভাবে পরীক্ষা গ্রহণের চিত্র দেখে বোর্ড চেয়ারম্যান স্থানীয় প্রশাসনের প্রশংসা করেন।

গতকাল সকালেই বোর্ডের চেয়ারম্যান ঢাকার কয়েকজন কলেজ শিক্ষক এবং বোর্ড কর্মকর্তাদের নিয়ে নরসিংদী রওনা হন। তিনি এ সফরে জেলার মাধবদী, কামারচর, বেলাবো, পুরাদিয়া এবং মনোহরদী কেন্দ্রে যান। ইংরেজি ১ম পত্রের পরীক্ষায় নরসিংদীর কয়েকটি কেন্দ্রে গোলযোগ ও নকলের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় বোর্ড চেয়ারম্যান এই আকস্মিক ফর করেন।

নরসিংদী জেলার চারটি অতি নকলপ্রবণ কেন্দ্রের দুটি শিবপুর বং মনোহরদী। শিবপুর কেন্দ্রের বাইরের পরিবেশ ছিল শান্ত। কন্দ্রে ঢোকার মুখেই স্থানীয় ইউএনও, কেন্দ্র সচিব এবং কেন্দ্র দারককারী ব্যাজ লাগানো বেশ কয়েকজন ব্যক্তি বোর্ড য়ারম্যানকে স্বাগত জানান। তাদের বক্তব্য আশপাশের এলাকার ধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ কেন্দ্র শিবপুরই।

একদিকে স্বাগত জানানোর পালা যখন চলছিল অন্যদিকে তখন শিক্ষকরা ব্যস্ত পরীক্ষার্থীদের সতর্ক করে দিতে। কে কোনো শিক্ষক নকল সরিয়ে ফেলতেও সহযোগিতা করছিলেন কক্ষগুলোতে গিয়ে দেখা যায় শিক্ষকের সতর্কতা সঁ এখনো কেউ কেউ ছোট আকারের টেকনিক গাইড নিয়ে ন করায় ব্যস্ত। এর কিছুক্ষণ পরই পাল্টে যায় পুরো কে চেহারা। তল্লাশি চালানোর পর প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছ থে গাদা গাদা নকল বেরিয়ে আসতে থাকে। ছেলেদের চে মেয়েরাই এ কাজে বেশি এগিয়েছিল। এই কেন্দ্রে তাৎক্ষণি সফরে বহিষ্কার হয় ৫৫ জন পরীক্ষার্থী।

মনোহরদী কেন্দ্রের ভেতরের ও বাইরের চিত্র ছিল প্র সমান। দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করেও কেন্দ্রে ভিড় করে দাঁড়া অভিভাবক আর নকল সরবরাহকারীদের ঠেকানো যাচ্ছিল না প্রায় ২৬০০ পরীক্ষার্থীর এই কেন্দ্রে ৪টি ভেন্যুতে চরম অব্যবস্থা মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। মনোহরদী স্কুল মাঠে অস্থায়ী শে করে গাদাগাদি করে বসানো হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। বারান্দায় ঠাসাঠাসি ছাত্রছাত্রী। এরই মধ্যে ধুমসে চলছে নকল।

দুপুর ১২টায় এ কেন্দ্রে এসে বোর্ড চেয়ারম্যান ক্ষিপ্ত হ ওঠেন। কারো কাছে নকল নেই- ইউএনওর এই চ্যালেঞ্জের পর মেয়েদের মাত্র একটি কক্ষ থেকেই চেয়ারম্যান উদ্ধার করেন এব বস্তা নকল। যাকেই তল্লাশি করা হচ্ছে তার কাছ থেকেই বেরিয়ে আসছে ছোট আকারের বইয়ের কপি।

ইউএনও শামসুদ্দোহা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেন, 'স্যার ছেলেদের আমরা সার্চ করেছি মেয়েদেরতো পারি না।' এই প্রতিবেদককে তিনি জানিয়েছেন, শিক্ষকরা সহযোগিতা বন্ধ না করলে নকল কখনই বন্ধ হবে না। ইউএনওর নেতৃত্বে ম্যাজিস্ট্রেটরা এই কেন্দ্র থেকেই ৭ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করেন। আগামী তিন বছরে যেকোনো পরীক্ষায় তারা পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।